দৈনিক বাংলা

তারিখ 20/6/78
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

246

জাহেদুর রহিম

আমাদের সংস্কৃতি-অঙ্গনের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিদায় নিলেন। জাহেদুর রহিমের মৃত্যুতে দেশ একজন সুকণ্ঠ গায়ক ও প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীকেই হারালো। প্রবীণ সাংবাদিক দুদু ভাই-এর ইন্তেকালের শোক কাটিয়ে উঠতে না-উঠতেই, জাহেদুর রহিমের আকস্মিক মৃত্যু আরেক শোকাবহ ও বেদনাদায়ক ঘটনা। মৃত্যু মাত্রই বেদনাদায়ক, কিন্তু মাত্র ৪৩ বছর বয়সে একজন শিল্পীর ইন্তেকাল যেমন বেদনাদায়ক তেমনি দেশের জন্যে বিরাট ক্ষতি। জাহেদুর রহিমের মৃত্যুতে আমাদের সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যে ক্ষতি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়।

সুরেলা ও দরাজকণ্ঠের অধিকারী জাহেদুর রহিম রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী হিসাবেই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ও খ্যাতিমান। এই সুকণ্ঠ গায়ক অন্য ধরনের গান না গেয়েছেন, এমন নয়, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চায়ই ছিলেন তিনি নিবেদিত। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আ-মৃত্যু তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা ও সাধনা করে গেছেন।

দীর্ঘকালের সঙ্গীত-সাধনায়—বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ চর্চায় জাহেদুর রহিম শিল্পী হিসাবে বিশিষ্ট পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সৌম্য দর্শন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও ব্যক্তিত্ববান এই শিল্পী সঙ্গীত-চর্চা—বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাধনাকে নিয়েছিলেন একটি ব্রত হিসাবে। তিনি 'ছায়ানট' ও অন্যান্য সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান এবং দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সাবেক পাকিস্তান আমলে ষাটের দশকে নানা প্রতিকূল পরিবেশে এবং রবীন্দ্র-বিরোধীদের মুখেও তিনি নির্ভীকচিত্তে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করেছেন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করেছেন 'আমার সোনার বাংলা' ও অন্যান্য গান।

জাহেদুর রহিম শুধু সঙ্গীত-চর্চার জন্যেই সঙ্গীত-চর্চা করেননি, তিনি সঙ্গীতের চর্চাকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবেও অবলম্বন করেছিলেন। তাই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে সঙ্গীত-পরিবেশন করতে দেখা যেতো; ঠিক পেশাদার-শিল্পী বলতে যা বোঝায় জাহেদুর রহিম তা ছিলেন না. তিনি ছিলেন বলতে গেলে সংস্কৃতিসেবক, সঙ্গীত-সাধক। দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চায় নিবেদিত থাকলেও, এই খ্যাতিমান শিল্পীর রেকর্ডের সংখ্যা বেশি নয়। ১৯৭০ সালে তাঁর গাওয়া দুটি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ডিস্ক এবং '৭১ সালে দুটি লংপ্লে রেকর্ড বের হয়।

অল্প বয়সেই জাহেদুর রহিম রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুকণ্ঠ ও বিশিষ্ট গায়ক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর দরাজগলা এবং গভীর তন্ময় ও মর্মময় কণ্ঠ দেশ-বিদেশের সঙ্গীত-প্রেমিকদের প্রশংসা অর্জন করে। তিনি কয়েকবার ভারতে বঙ্গীয় সংস্কৃতি মেলায় যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নও সফর করেন।

বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক সুকণ্ঠ ও খ্যাতিমান রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী রয়েছেন। কিন্তু জাহেদুর রহিম যে-সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা শুরু করেন সে-সময়ে এক্ষেত্রে সুকণ্ঠ ও খ্যাতিমান রবীন্দ্র-সঙ্গীতশিল্পীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তাঁর মতো একনিষ্ঠভাবে ও নিবেদিতচিত্তে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা এবং সাধনাও খুব বেশি শিল্পী করেননি। বস্তুত, স্বল্পকালীন শিল্পী-জীবনে জাহেদুর রহিম সঙ্গীত-চর্চা ও নিবেদিতচিত্ততার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর সুরেলা ও তন্ময় কণ্ঠের গান শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়েছেন; তিনি দীর্ঘদিন তাঁদের স্মৃতি ও শ্রুতিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

জাহেদুর রহিম নেই, কিন্তু আছে তাঁর গাওয়া গান। এসব গানের ট্যাপ, রেকর্ড, ডিস্ক ইত্যাদি সযত্নে সংরক্ষণ ও প্রচারই হবে তাঁর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। আমরা শিল্পীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই তাঁর বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

নাগরিক